ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণপ্রতিনিধি এবং জন-প্রশাসনের সম্পর্ক ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে

অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ *
আইরিন পারভিন * *

Relationship between Public Representatives (Parliament) and Public administration in Democratic State

-Professor Md. Ali Ashraf
-Aren Parvin

Abstract : Democracy is the government of the people, by the people and for the people. In a democratic country public representatives (parliament) and public administration both are playing important roles for the welfare of the people. The people elect government or representatives of the people for a specific period. On the other hand the posts of the public Administrators are permanent. Co-ordination and responsiveness between these two groups are essential for smooth running of Democracy. This paper wants to identify the roles of the public representatives and the public Administrators and give some recommendations for Serving the welfare of the people.

ভূমিকা :

মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে গণতন্ত্র। পাশ্চাত্যে এর সূচনা হলেও বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই এর বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে গণতন্ত্রের বিকাশ কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং মানব সভ্যতার সামাজিক, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ও গণতন্ত্রের প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। গণতেন্ত্রর মাধ্যমে মানুষ তথা জনগণ তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে যথার্থ অর্থে জনগণের মধ্য থেকে এবং জনগণের দ্বারা জনগণের জন্যে সরকারই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। গণতন্ত্র

---

* সাবেক ডেপুটি স্পীকার, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট। প্রভাষক, উণ্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

* * প্রভাষক, উণ্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাল কি মন্দ এ তুলনায় গেলে এর ভাল দিকটিই বেশী সমাদৃত হয়। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণের অনেক কারণ আছে। গণতন্ত্র শাসন কাঠামোতে জন মানুষের স্থান আছে এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের বক্তব্য আছে। শাসিতের নিকট শাসক শ্রেণী দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ থাকে। তাতে আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি থাকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ

রাষ্ট্র-পরিচালনায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠনের দু'টি পদ্ধতি চালু রয়েছেঃ

১। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential Form of Government): যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকলেও সেখানে জনগণের নির্বাচিত আইন সভার ভূমিকা অনেক সুদৃঢ় এবং কার্যকর। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রীপরিষদকে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের নিকট জবাবদিহি করতে হয় এবং জন-প্রতিনিধিদেরকেও জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত আইন সভার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

২। সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Form of Government) ঃ যুক্তরাজ্য, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান সহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগে সরকারের পন্থা সুনির্দিষ্ট এবং সংবিধান কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্বাহী কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে মন্ত্রী পরিষদের উপর এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী থাকে সংসদের নিকট এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে দায়ী থাকে জনগণের নিকট। জন-প্রতিনিধিগণ তাদের দায়িত্ব পালনে সরাসরি দায়ী থাকে জনগণের নিকট। জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহিতার এ ব্যবস্থার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের কর্মকান্ডের সামগ্রিক কেন্দ্রবিন্দু হল সংসদ। এ ব্যবস্থায় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুও সংসদ। তবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইন সভার নিকট নির্বাহী বিভাগকে সরাসরি এবং সামষ্টিকভাবে দায়বদ্ধ রাখার বিধান সংসদীয় ব্যবস্থারই একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারিত হয় সংসদে এবং তা বাস্তবায়নে মন্ত্রীপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থেকে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকেন। সংসদ প্রসঙ্গে তাই Lioyd George বলেন, "The house is the sounding board of the nation; it both speakes for and speaks to the people"

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মতো প্রশাসনিক কর্তৃত্বের উৎসও হল সংসদ। ১৯৮১ সালে আমেরিকার সিনেট কমিটির এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভাগ এবং বিভাগীয় কর্মকর্তারা কোন অর্থেই প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী নয়; তারা কংগ্রেস প্রণীত আইনের সৃষ্টি (They are the creatures of the laws of Congress)। জাতীয় অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্লাডষ্টোনের (Gladstone) নেতৃত্বে কমন্স সভায় ১৮৬২ সালে যে আইন প্রণীত হয় তারও মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা সংসদের আইন থেকে উদ্ভুত। তখন থেকেই গণতান্ত্রিক বিশ্বে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ সুর পরিলক্ষিত হয়। সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন"[১]। এখানেও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণের দায়িত্ব সংসদের উপর ন্যস্ত।

গণতন্ত্রের প্রকৃত শাসন হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইন/নীতি প্রণীত হয় সংসদে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকে জন-প্রশাসনের উপর। নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সমন্বয় এবং সরবরাহ করে থাকেন প্রশাসকগণ। অন্য কোন বিকল্প থাকলে তাও জন-প্রশাসকগণ তুলে ধরেন। মাঠ পর্যায়ে এ সকল নীতিমালা বাস্তবায়ন করেন জন-প্রশাসকগণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ যেহেতু দলীয় সেহেতু নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু তার প্রয়োগকারীগণ অর্থাৎ প্রশাসকগণ থাকেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সংসদ (Legislature)এবং দক্ষ ও নির্দলীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সরকারের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের জন্যও প্রয়োজন কার্যকর সংসদ এবং দক্ষ ও নির্দলীয় প্রশাসন ব্যবস্থা। একটির অভাবে অন্যটির কার্যক্রম কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেনা। সরকারি কর্মকান্ড বাস্তবায়নে চাই এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং সু-সম্পর্ক যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। বাংলাদেশের মত সীমিত সম্পদের দেশে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্য-উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজন আরো বেশী।

---

১. বাংলাদেশ সংবিধান, পৃষ্ঠা-১০৯

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ

দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের সূচনা লগ্নে ১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল নির্বাচিত গণপরিষদে গৃহীত হয় বাংলাদেশের সংবিধান, আর ১৯৭২ সালের সাময়িক সাংবিধানিক আদেশ (Provisional Constitutional Ordinance, 1972) বলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভের সূচনাতেই সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্র লাভের এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানকে অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং শ্রেষ্ঠ সংবিধান সমূহের একটি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সংবিধানের মূল বক্তব্যই হচেছ সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদ-এটাই হচ্ছে সংবিধানের মূল বক্তব্য।

১৯৭২ এর সংবিধানে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করা হয় সংসদকে এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সৃষ্টির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এ সংসদের উপর।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হলেও তা ব্যাহত হয় অল্পকিছু দিনের মধ্যেই। গণতন্ত্রমনা এ দেশের জনগণের দুর্বার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে পতন ঘটে স্বৈরাচার সরকারের। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচিত জাতীয় সংসদে ১৯৯১ সনের ৬ই আগষ্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় দ্বাদশ সংশোধন আইন এবং ১৯৯১ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে আবারও প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। জনগণের সঠিক ইচ্ছার প্রতিফলনই হচ্ছে সরকারি ও বিরোধী দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফসল। গণতন্ত্রমনা বাংলাদেশের মানুষ ইতিপূর্বে ১৯৫৪ সালে ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম শাসন পদ্ধতির অন্যতম হল আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)। সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনার অন্যতম অঙ্গ হল আমলাতন্ত্র। প্রাচীন এ পদ্ধতি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান বিশ্বে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। Maxweber

তাঁর Hydraulic state গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, well organised centralised bureaucracies well in place in ancient India and China[২]। রাজা অশোক-এর আমলে সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ভারতে এবং মেন্ডারিনের আমলে চীনে পরিলক্ষিত হয়। সরকারের নীতি বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আরো বেশী। একটি টিপিকাল (Typical) উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমরা প্রশাসনের নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা দেখতে পাই। বাংলাদেশে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান তা মূলতঃ বৃটিশ উপনিবেশ আমলে বৃটিশরা যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছিল তারই উত্তর সূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বৃটিশরা এদেশ শাসনের জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করে পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরও পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক তা চলতে থাকে। ১৯৪৭ এর পরবর্তী সময়ে তৎকালীন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু না হওয়ার কারণে, দেশের প্রধান নির্বাহীর ইচ্ছানুযায়ী প্রশাসকগণ কাজ করতেন। বৃটিশ শাসনামলে তাই আই, সি, এস, (ICS) অফিসাররা স্থানীয় মন্ত্রীদের উপর মর্যাদা পেতেন এবং পাকিস্তান আমলেও আমরা দেখতে পাই যে Warrant of Precedence-এ সংসদ সদস্যদের অবস্থান ছিল যুগ্ম সচিবের সমপর্যায়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের পদমর্যাদা সচিবদের উপর নির্ধারিত হয়। সংসদ সদস্যদের মেয়াদ খন্ডকালীন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থায়ী বলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রশাসকগণই মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রশাসকদের অবস্থান এবং স্থায়ীত্বের কারণে মাঠ পর্যায়ে জনগণ প্রশাসকদেরই সরকার মনে করে থাকে। তাই সচরাচর রাজনীতিবিদ, গবেষক, বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপ আমলাতন্ত্রকে সমালোচনা করে থাকলেও আজ পর্যন্ত এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে আমলাতন্ত্রের কোন বিকল্পের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আমলাতন্ত্রকে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানো। এর জন্য চাই সংসদ এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫ (৬) ধারা বলে ১৯৭৫ সালে যে রুলস অব বিজনেস (Rules of Business, 1975) প্রণীত হয়েছিল তাতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ডের প্রধান নির্বাহী ছিল সচিবগণ এবং সবিচগণ ছিলেন মন্ত্রণালয়ের প্রধান জবাবদিহিকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting officer)। ১৯৯৬ সালে রুলস

---

2. Journal of Administration and Diplomacy, P-9

অব বিজনেস পরিবর্তন করে মন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী করা হলেও সচিবগণ এখনও Principal Accounting officer হিসাবে বহাল আছেন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশের পূর্ব শর্ত হচ্ছে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বৃটিশ শাসন আমল থেকে পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশে ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দফায় এদেশে স্বৈরশাসন পরিচালনার কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু আমলা এবং রাজনৈতিকদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্য, ভারত, মালয়েশিয়ার মত দেশে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকার কারণে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটাই স্পষ্ট যে, প্রশাসকগণ তাদের অবস্থান, স্থায়ীত্ব এবং ধারাবাহিকতার কারণে উন্নয়ন কর্মকান্ডে মূল ভূমিকা পালন করে আসছেন। বিগত বছরগুলোতে এদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ না হওয়াতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংসদের ভূমিকা ছিল অতি গৌণ। তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় চাই সংসদ এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়।

গণতান্ত্রিক প্রশাসনে সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা ঃ

সরকার ও প্রশাসন হচ্ছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুইটি প্রত্যয়। সরকারের যিনি প্রধান, প্রশাসনেরও প্রধান তিনি। যাঁদের নিয়ে গঠিত হয় সরকার তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন প্রশাসন।

রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পদ্ধতি নির্ধারণে, কর্মসূচি প্রণয়নে মন্ত্রিসভা ও তার প্রশাসন যখন সংবিধানের অধীনে, সংসদের নিয়ন্ত্রণে আর আইনের আওতায় থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং কার্যকর স্থায়িত্ব অর্জন করে। বস্তুতঃ প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্টব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির অন্যতম মৌলিক উপাদান। যদিও জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার এই ধারণার সাথে সিভিল সার্ভিসের কর্মকান্ডের সরাসরি সম্পৃক্তি নেই, তবুও সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসনের হাতিয়ার হিসেবে সিভিল সার্ভিসকে প্রশাসিনক জবাবদিহিতা আর স্বচ্ছতায় থেকেই কাজ করতে হয়। আর এখানেই সিভিল সার্ভিসের দায়বদ্ধতা। কেননা, সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের তথা প্রশাসনের নীতি পদ্ধতি ও

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা। সরকারকে নীতি প্রণয়ন, কর্মসূচি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান, সহায়তা করা সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ব। সিভিল সার্ভিস পরিচালিত হয় আইনের অধীনে মন্ত্রিসভা তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সিভিল সার্ভিসের অস্তিত্ব অপরিহার্য ও অনিবার্য। সিভিল সার্ভিসের অবর্তমানে কোন কার্যকর ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। এ কথা মেনে নিয়েই বলতে হয় যে, সিভিল সার্ভিস যখন সহায়ক ভূমিকার ওপরে অধিকতর অবস্থান দাবী করে বা নিজ অবস্থানের বাইরে গিয়ে কাজ করতে চায় তখন তা কর্তৃত্ব পরায়ণ হয়ে উঠে এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা ক্ষুন্ন হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন দুর্বল অথবা স্বেচ্ছাচারী অথবা জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা গৌণ হয়ে উঠে, তখনই এমনটি ঘটে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন সামগ্রিকতার বিপরীতে গোষ্ঠীতান্ত্রিকতায়, আইনের বিপরীতে স্বেচ্ছাচারিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে তখনই সিভিল সার্ভিস নিজ সীমা অতিক্রম করে প্রশাসনের কর্তৃত্বে চলে আসে। সিভিল সার্ভিস যখন এমনিতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন কার্যতঃ গণতান্ত্রিকতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন আর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজ নিজ ভূমিকা থেকে অপসৃত হয়ে যায়। সিভিল সার্ভিসের কর্তাব্যক্তিরা হয়ে উঠে দুর্বিণীত ও দূরাচারী। আর এ কারণেই সিভিল সার্ভিস এবং তার পরিচালক সরকারকে সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ব, কর্তব্য, দায়বদ্ধতা আর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, অবহিত থাকতে হবে।

সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যেহেতু প্রশাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত এবং সার্ভিসের স্থায়িত্বের কারণে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন সেহেতু প্রায়শঃই তাঁরা প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি, প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক দক্ষতাই সিভিল সার্ভিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।

প্রশাসনের উপর সংসদের কর্তৃত্ব ঃ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাংসদগণ নিম্নে বর্ণিতভাবে প্রশাসনিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন ঃ

১। মন্ত্রীগণের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাঁদের কার্যের জন্য সংসদের নিকট এককভাবে দায়ী থাকা।

২। সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬ (১) ধারায় সংসদ সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। বর্তানে সরকারি হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি ইত্যাদি ছাড়াও প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকাে.র স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিগত সরকার এর আমল থেকে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের এ সকল স্থায়ী কমিটিতে সভাপতি নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। সংবিধানের ৭৬ (২ ও ৩) তে এসকল কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমনঃ-

ক. খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারবেন;

খ. আইনের বলবৎ করণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎ করণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবেন;

গ. জনগুরুত্বসম্পন্ন কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদ কমিটিকে অবহিত করলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করতে পারবেন;

ঘ. সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩। সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

ক. সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীনে তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণের;

খ. দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করবার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

(১) নবগঠিত এসকল কমিটিগুলোর কাজের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত হলেও কমিটিগুলোতে কোন প্রফেশনাল (Pofessional) লোকবল বা লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হয়নি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশে এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এসকল কমিটিগুলোকে আরো বেশী সংগঠিত করা প্রয়োজন। কেননা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কমিটি প্রথা হল অন্যতম পদ্ধতি যা দিয়ে সংসদ প্রশাসনিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে মন্ত্রীদের Principal Accounting officer নিয়োগ করা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জন-প্রতিনিধি ও জনপ্রশাসকের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত বিবেচ্য। রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীন জনপ্রশাসকরা আনুগত্যশীল হবেন এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ জনপ্রতিনিধিগণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে অস্থায়ী এবং জনপ্রশাসকগণের পদ স্থায়ী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-বৃটিশ পার্লামেন্টের ঐতিহ্য এক্ষেত্রে যথেষ্ঠ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে জনপ্রতিনিধি ও জন প্রশাসকদের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে স্বেচ্ছাচারিতা থাকে না, এই জন্যে বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে আইন সভা কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সভাপতি স্থায়ী কমিটির আইন সভার পক্ষে কার্যপরিচালনার জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সরকারের জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকগণ নিয়ন্ত্রিত থাকেন। অনেক গণতান্ত্রিক দেশে ন্যায়পাল (Ombudsman) প্রতিষ্ঠা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ন্যায়পাল হলো সাংবিধানিক সংসদীয় কার্যালয় যা সরকারি প্রশাসন কর্তৃক জনগণের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায় অসুবিধার বিরুদ্ধে আইন সভা থেকে জনগণের পক্ষে এ সব অনিয়ম প্রতিকারের দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ বিধান রাখা হয়েছে (৭৭)।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকের সু-সম্পর্কের উপর নির্ভর করে সমস্ত জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানের ভিত্তিতেই এ

সম্পর্ক গড়ে উঠা সম্ভব। দেশ ও দেশের জনগণ সবকিছুর উর্ধ্বে এ ধারণা থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের জন্যে কার্যকর প্রশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা যেতে পারে। জন-প্রতিনিধিদের চিন্তা-চেতনার ফসল থেকে সৃষ্ট নীতি সমূহ বাস্তবায়িত হয় জন-প্রশাসকদের দ্বারা; সেক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকের মূল লক্ষ্য দেশ ও মানুষের কল্যাণ। এ প্রয়াসকে সামনে রেখেই জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকদের ভূমিকা কার্যকর করাই দেশ ও মানুষের জন্য কল্যাণকর।

উপসংহার ঃ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চাই কার্যকর সংসদ এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। গণপ্রতিনিধিগণ সংসদে আইন প্রণয়ন করে থাকেন আর জন প্রশাসকগণ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় তথ্যাদি উপস্থাপন এবং মাঠ পর্যায়ে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে থাকেন। অন্যদিকে সাংসদগণ কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যা সরকারের নীতি বাস্তবায়নে একমাত্র সফল জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে সহায়ক হতে পারে আর দক্ষ জন-প্রশাসন ছাড়া গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র জন-প্রতিনিধিদের ও জন-প্রশাসকদের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে সবচেয়ে সুদৃঢ়ভাবে। তাই আজকের পরিবর্তিত বিশ্ব আংগিকের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উপরই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আর একবিংশ শতাব্দির বড় চ্যালেঞ্জ হবে মানুষের সৃজনশীলতার প্রতিযোগিতা, মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি আজ বিশ্ব পরিমন্ডলে স্থান পাচ্ছে গভীর গুরুত্ব সহকারে। সেজন্যই বিশ্বের কোন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে, বিশ্ব বিবেককে সোচ্চার হতে দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই জন-প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসকগণের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে সঠিক ভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন, Democracy is the Government of the People, by the People and for the People. জন প্রতিনিধি ও জন-প্রশাসনের সঠিক কর্মকান্ড এবং তাদের সুষ্ঠু সমন্বয়ই অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

Ahamed E (1981), ***Development Administration Bangladesh***, Dhaka, Centre for Administration studies.

আহমদ এ (১৯৯২) *গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা,* অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা-১-১২।

The Constitution of the Peoples, Republic of Bangladesh (as modified up to 30th April, 1996) Government of the peoples Republic of Bangladesh Ministry of Law & Parliamentary Affairs.

Griffith J,A,G, Ryle. M & wheeler Booth M,A,J (1989) ***Parliament-Function, Practice of Procedure,*** London, Sweet of Maxwell,

Haque M, M (1993) ***Roles of Administrative Service in Democratic State.*** Journal of Administration and Diplomacy, Bangladesh Civil Service (Administration) Academy Dhaka. 9-17.

হাসান উজ্জামান (১৯৯২) *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন ঃ উত্থাপিত ভাবনা ও প্রশ্নাদি,* বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, অধ্যাপক এমজাউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা-৪৪-৬৬।

খান ম, ম (১৯৯২) *বাংলাদেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা,* বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-বাবনা, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা ১০০-১০৭।

মিল জে এস (১৯৬৯) *গণতান্ত্রিক সরকার* (দরবেশ আলী খান অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান (১৯৯২) *সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা,* বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ঢাকা-৬৭-৮৪।

Rondinelli D. A (1990), ***Development Projects as Policy Experiment,*** London, and Routledge.

Rules of Business (1975), Cabinet Division Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Rules of Business (1996), Cabinet division Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Sharkansky. I(1975), ***Public Administration : Policy Making in Government Agencies.*** Chicago, Rand Mannerly College Publishing Company.

The World Bank (1996), *বাংলাদেশ একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা সরকারী খাতের সংস্কার,* ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।